R. N. No. 2532/57 Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ২৭শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
১৩ই সেপটেম্বর, ১৯৭৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

দ্বিতীয় দফায় বন্যার আশঙ্কায় জঙ্গিপুর দিশাহারা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন ও সেনাবাহিনী প্রস্তুত

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৩ সেপটেম্বর—বিধ্বংসী বন্যা গত মাসে জঙ্গিপুর মহকুমায় ৬ কোটি টাকার ক্ষতিসাধন ও সাতজনের জীবনহানি ঘটিয়ে ক্ষান্ত হয়নি। উত্তরপ্রদেশ ও বিহার ভাসিয়ে সে আবার আসছে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় দ্বিতীয় দফায় আঘাত হানতে। এবার তার তাণ্ডব আরো ভয়াবহ হবে বলে সরকারীভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘন ঘন প্রচার এবং সতর্কবাণীতে জঙ্গিপুর মহকুমার বন্যাপীড়িত এলাকার মানুষ দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন এবং সেনাবাহিনী প্রস্তুত হয়ে আছেন। রঘুনাথগঞ্জ ২, সুতী ১ ও ২ এবং সামসেরগঞ্জ ব্লকের গঙ্গা তীরবর্তী নীচু এলাকার লোককে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। চূড়ান্ত বিপদ ঘটার আগে ওই সব এলাকা থেকে দ্রুত লোকজনদের উদ্ধারের জন্য অনেক নৌকোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বন্যায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের ওপর সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে। ব্লকের কৃষ্ণশাইল থেকে শেখালিপুর পর্যন্ত ত্রাণ এবং উদ্ধারের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাব-রেজিষ্ট্রার ছুটিতে, অফিস অচল

সাগরদীঘি, ১৩ সেপটেম্বর—সাগরদীঘি সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসের সাব-রেজিষ্ট্রার পয়লা সেপটেম্বর থেকে এক মাসের ছুটিতে যাওয়ার পর অফিসে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী বিকল্প অফিসারকে না পাঠানোয় সাধারণ মানুষের হয়রানির একশেষ। বিশেষ করে জমি ফেরত আইনে যাঁরা কেস ফাইল করতে চান, অফিসারের অনুপস্থিতিতে তদন্তের অভাবে তাঁদের কেস ফাইল করা সম্ভব হচ্ছে না। তাঁরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে চলেছেন। হাতে সময় আছে আর মাত্র এক মাস। ১৩ অকটোবরের মধ্যে কেস ফাইল করতে না পারলে 'অভাবের দরুণ হস্তান্তরিত' জমি ফেরত পাওয়া যাবে না। ছুটি শেষ হলে অফিসার কাজে যোগ দেবেন অকটোবরের প্রথম দিকে। শেষ ১৩ দিনে তদন্ত শেষ করে সবার কেস ফাইল করা সম্ভব হবে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চোরের উপদ্রবে গ্রামবাসীরা রাত জাগছেন

রঘুনাথগঞ্জ, ১৩ সেপটেম্বর—এই থানার গ্রামাঞ্চলে চুরির উপদ্রব গ্রামবাসীদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, নিরাপত্তার অভাবে সকলে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষক থেকে সামান্য চাকরিজীবী, সাধারণ গৃহস্থ থেকে ছোট চাষী—চোরের হাত থেকে কারো নিস্তার নাই। গত কয়েকদিনে চুরির উপদ্রব বেড়েছে সিদ্ধিকালী, রমনা, জামুয়ার, সিমলা প্রভৃতি গ্রামে। সিমলা গ্রামে একই রাত্রে সাতটি বাড়ীতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। কোন কোন জায়গায় মারধোরের ঘটনাও ঘটেছে বলে খবর। প্রায় প্রতি রাত্রেই চুরি হচ্ছে দেখে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন।

ত্রাণ নিয়ে কারচুপি

ধুলিয়ান, ১২ সেপটেম্বর—বন্যাত্রাণে ত্রাণসামগ্রীর স্বল্পতার মধ্যেও সামসেরগঞ্জ ব্লকের বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামগুলিতে এক শ্রেণীর অসাধু লোক ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ব্যাপক কারচুপি এবং দলবাজি করছে বলে অভিযোগ উঠছে। প্রকাশ, দলীয় ছাপ মারা অবস্থাপন্ন লোকেরা বাড়ীর লোকসংখ্যা বেশী দেখিয়ে স্বনামে-বেনামে প্রচুর গম পাচ্ছে। এককভাবে নেওয়ার পরিবর্তে দলবদ্ধভাবে গম নেওয়ার ফলে একই লোক একাধিকবার গম পাচ্ছে। অন্যদিকে প্রকৃত দুঃস্থ পরিবার বাদ পড়ছে। সামসেরগঞ্জের মত ছোট গ্রামে ২৬ জন বন্যার্তকে এখনও নাকি খয়রাতির গম দেওয়া হয়নি। মাথাপিছু চার কেজির পরিবর্তে দুঃস্থ পরিবারের খয়রাতি প্রাপ্তির হার যথাক্রমে ৯ জনে ৯ কেজি, ৪ জনে ৬ কেজি, ৫ জনে ৬ কেজি, ৯ জনে ৪ কেজি, ৫ জনে ৪ কেজি। অথচ এদের প্রত্যেকের ৪ কেজি করে গম পাওয়া উচিত ছিল। দলবাজি অথবা কারচুপির জন্য তা সম্ভব হয়নি। তেমনি অবস্থাপন্ন ঠিকাদারদের অসুবিধে হয়নি বেশী করে লোক দেখিয়ে বস্তা বস্তা গম তুলতে। অন্ততঃ সাতটি গ্রামে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। গ্রামগুলিতে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আমাদের কৈফিয়ৎ

এবারের বন্যা—বন্যা নয়, যেন ছিন্নমস্তার প্রলয়-নৃত্য। দেশ থেকে দেশান্তরে, গ্রাম থেকে গঞ্জে, ঘর থেকে বাইরে সর্বত্র তার উল্লসিত উন্মত্ততার সঙ্গে বিধ্বংসী পদসঞ্চার। দিল্লী থেকে হা ও ডা—সর্বত্র আজ সৃষ্টি-স্থিতি বিপর্যস্ত। দিকে দিকে শুধু আর্তের কান্না আর সর্বহারা মানুষের বুকচাপা দীর্ঘশ্বাস। বন্যার জলে ভেসে গেছে কত ধন-সম্পদ আর অমূল্য প্রাণ। সেই সঙ্গে বন্যার্তদের চোখের বাঁধ-ভাঙা লোনা জলে ভেসে যাচ্ছে তাদের বক্ষদেশ। এদের সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমাদের নাই। দুর্গত মানুষের দুঃখে এবং বিপর্যয়ে আমরাও বেদনার্ত। এদের পাশে দাঁড়িয়ে আমরাও দুর্গতিনাশিনী দুর্গার কাছে প্রার্থনা জানাই—ত্রাহি মা দুর্গে। আমাদের পাঠকদের জানাই, দেশজোড়া এই দুঃসময়ে 'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এর শারদ সঙ্কলন প্রকাশের মানসিকতা এবার আমাদের নাই। প্রকৃতি-উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিরত-প্রয়াসের জন্য আপনাদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

—সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ

আপনার গৃহসজ্জায় অনুপম সৌন্দর্য্যের জন্য যুগান্তকারী একটি নাম—
গোদরেজ
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনার ঘরে গোদরেজের আলমারী, রিফ্রেজেটর, চেয়ার টেবিল নামমাত্র খরচে পৌঁছে দেব ॥
অনুমোদিত পরিবেশক
মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

বাড়া ভাতে ছাই

জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় একাধিকবার প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে এই কথা আজ সকলেই জানেন যে, একদল চক্রান্তকারী জঙ্গিপুর মহকুমার বাড়া ভাতে ছাই দিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। ব্যক্তিস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা রঘুনাথগঞ্জে অনুমোদিত মুর্শিদাবাদ জেলার দ্বিতীয় প্রধান ডাকঘরটি কান্দীতে লইয়া যাইবার চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছেন। এই চক্রান্তকারীগণ বাহিরের লোক নহেন, ডাকবিভাগেরই মুষ্টিমেয় কর্মী। তাঁদের বাধাদান আজ নূতন নহে, একেবারে গোড়া হইতে—যখন প্রস্তাব উঠে তখন হইতে।

রঘুনাথগঞ্জে প্রধান ডাকঘরটি স্থাপনে যদিও জায়গার অভাব নাই, তথাপি এই দুষ্টচক্র উপযুক্ত জায়গার অভাবের ধুয়া তুলিয়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া মহৎ উদ্দেশ্য বানচালের অপচেষ্টা অদ্যাবধি চালাইয়া যাইতেছেন। দলভারী করিবার জন্য মহকুমার শাখা ডাকঘরগুলির পোষ্টমাষ্টারগণকে লোভ দেখাইতেছেন, ভিতর ভিতর কলকাঠি নাড়িতেছেন—যাহার ফলশ্রুতি রঘুনাথগঞ্জে ডাকঘর স্থাপন সেপ্টেম্বর হইতে পিছাইয়া অক্টোবর এবং অক্টোবর হইতে নভেম্বরে গিয়া ঠেকিয়াছে। জঙ্গিপুরের আপামর জনসাধারণ যদি এখনও নীরব থাকেন, তাহা হইলে চক্রান্তকারীগণের জাল আরও বিস্তৃত হইবে এবং রঘুনাথগঞ্জের অনুমোদন হয়তো সত্যি-সত্যিই বাতিল হইয়া যাইবে। সুতরাং সময় থাকিতে ইহার প্রতিরোধ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

তত্ত্বতাবাশ লইয়া জানা গিয়াছে যে, রঘুনাথগঞ্জে অনুমোদিত জেলার দ্বিতীয় প্রধান ডাকঘরটি স্থাপিত হইলে অধিনস্থ শাখা পোষ্টমাষ্টারগণের ক্ষতি-বৃদ্ধি ত হইবেই না, উপরন্তু চাকরিতে আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা উজ্জল হইবে। ডাক চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিবে। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাঁধ ফরাক্কা যে মহকুমার অধীন, সেই মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জের মর্য্যাদা এবং শ্রীবৃদ্ধি ঘটিবে। পক্ষান্তরে কান্দীতে হইলে রেল যোগাযোগ, যাহা মেল চলাচলের জন্য একান্ত অপরিহার্য,-প্রধান অন্তরালের সৃষ্টি করিবে। অথচ জঙ্গিপুরে রেল যোগাযোগ সমস্যা কোন সমস্যাই নহে, বরং দুই-দুইটি রেলপথ—বি এ কে লুপ লাইন এবং আজিমগঞ্জ-নলহাটী শাখা রেলপথ এই মহকুমায় বিস্তৃত। বিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নূতন করিয়া এই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন করে না। তথাপি প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইল এই কারণে যে, চক্রান্তকারীর ফাঁদে ধরা দিবার আগে তাঁহারা যেন সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্ম্মচারীর স্বার্থে জঙ্গিপুরের বৃহত্তর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া বাড়া ভাতে ছাই দিবার আগে ভালভাবে যেন চিন্তা করেন।

উলটপুরান

—চিন্তামণি বাচস্পতি—

হরিণের মাংস সুস্বাদু না হইলে হরিণের প্রাণ যাইত না। তার মাংসই তার জীবননাশের কারণ। ইহাকেই বোধ হয় বিজাতীয় ভাষায় ট্র্যাজেডি বলে।

হায় দ্বৈপায়ণ ভাষা! তোমাকে বহুআড়ম্বরে হঠাইতেছি, কিন্তু ত্যাগ করিতে পারিতেছি কৈ? তোমাকে হঠাইয়া লইয়া গিয়া সাধারণের স্পর্শসীমার বাহিরে অসাধারণ Convent-এ বন্দিনী করিয়া দিতেছি। তবে আমাদের বৃহত্তর গণতন্ত্রে সকলেরই টিকিয়া থাকিবার অধিকার আছে। সেজন্য তোমার সেবা-পূজার জন্য আপন ঘরের ছেলেমেয়েগুলিকে Convent-এ পাঠাইতেছি।

এদিকে আবার দক্ষিণী ভাইয়েরা এককাট্টা হইয়া রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহারা বিদেশিনীকে ত্যাগ করিয়া দেশী খোট্টানীকে কিছুতেই বরণ করিবেন না। খোট্টানীর ভাই-ভগগরদের নিকট কুটুম্বিতা সহ্য না করিয়া কালো পতাকা উড়াইবেন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এদেশের নির্দোষ পণ্ডিত সমাজও। (নির্দোষ এই জন্য যে পণ্ডিতদের মূর্খতা ছাড়া আর তো কোন দোষ নাই।) তাঁহারা দাবী করিতেছেন—সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও তাহার অদূরে মেয়ে বাংলা ভাষাকে ঐচ্ছিক বিষয় করা চলিবে না। কেন চলিবে না? [এ দেশে জরুরী অবস্থা চলিয়াছে আর সামান্য ভাষার দাবী অগ্রাহ্য করা চলিবে না?]

কেহ কেহ (তাঁহারা নাকি ইতিহাসের কারবারী) বলিতেছেন—পূবালী পাকিস্তানের ভাষা-বিস্ফোরণের কথা ভুলিলে ভুল হইবে। হয় হইবে। পরে ভুল স্বীকার করিলেই তো মিটিয়া গেল। সি পি আই এখন স্বীকার করিতেছে জরুরী অবস্থা সমর্থন করা তাহাদের ভুল হইয়াছিল। ব্যস আবার কি চাহি।

কিন্তু ভবী ভুলিবার নয়। সেই যে পশ্চিমবঙ্গের সভ শূন্য জনতা দলের চেয়ারম্যান আইন শৃঙ্খলার ধুয়া ধরিয়াছেন তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না। বন্যায় পশ্চিমবাংলা ধুইয়া মুছিয়া যাক, কেন্দ্রে জনতা দলের ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক; তিনি তাঁহার ধুয়া ভুলিবেন না।

তবে বোধ হয় একটি জিনিস তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। পশ্চিমবাংলার বর্বর মন্ত্রীসভার ধোয়া তুলসীপাতা মুখ্যমন্ত্রী একদা একটি রাজনৈতিক দলের কুৎসা রটনার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া বিস্মৃতির বাণপ্রস্থে নির্বাসন ভোগ করিতেছেন। এই সত্যটি তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়া তিনি এখনও শুধু বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ীদের কাগজে জীবিত আছেন।

অথচ জনতা দলের সোনালী হরিণ ধরিয়া অহিংস stew বানাইয়া একটু একটু গলাধঃকরণ করিবার জন্যই হরিণটিকে কৈবল্য দিতে হইতেছে। আবার বলি ইহাই ট্র্যাজেডি।

জঙ্গিপুরের ফুটবল ঃ কিছু আলোচনা

পার্থ ব্রহ্ম

অতীতে জঙ্গিপুরের ফুটবল খেলার একটি বড় অংশ মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এক সময় নদীর দুই পার থেকে অনেক ভাল খেলোয়াড় তাদের উন্নত ক্রীড়া-শৈলীর নিদর্শন রেখে গেছেন। শুনেছি ভাল টুরনামেন্টে বহিরাগত ভাল দলের খেলার কথা, যা দেখার সৌভাগ্য হয় নি। পরবর্তীকালে এগুলি স্মৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ক্ষোভ তাই স্বাভাবিক। টুরনামেন্ট ও বহিরাগত দলের খেলা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই প্রধান প্রশ্ন আসে অর্থ। বহিরাগত দলের সমন্বয়ে একটি ভাল টুরনামেন্ট চালাতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন হয়, নানা প্রতিবন্ধকতার ফলে এখানে সে অর্থ সংগ্রহ করা খুব কঠিন। লোকমুখে শোনা তথ্যের ভিত্তিতে জানি, অতীতে রঘুনাথগঞ্জের সমস্ত ভাল টুরনামেন্টে বহিরাগত দলের খেলার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করতেন ক্রীড়ানুরাগী জমিদার পংকজবাবু। অর্থের চিন্তা যেখানে নেই সেখানে টুরনামেন্ট চালিয়ে ভাল দলের খেলা পরিচালনার জন্য অসুবিধাগুলি সহজে কাটিয়ে ওঠা যায়। আজ সামন্ততন্ত্র নেই। তবু আমার মনে হয় নদীর দুই পারে অর্থবান লোকের অভাব নেই। অভাব হোল ধনী ক্রীড়ানুরাগীর। যেটি ছাড়া এ সমস্যার সমাধান খুব শক্ত।

দ্বিতীয় অসুবিধা খেলায় উৎসাহ, নতুন খেলোয়াড় তৈরী ও খেলার মানোন্নয়নে সদিচ্ছার অভাব। আমার মতে এই তিনটি পরস্পর পরস্পরের সাথে গাথা একটি মালার মতন। ইংরেজিতে কথা আছে কোয়ানটিটি মেক্স কোয়ালিটি। ছেলেবেলায় যাদের মধ্যে ফুটবলে ঝোঁক থাকে—পরিভাষায় যাদের ট্যালানটেড বলে, পরবর্তীকালে অনুশীলনের মাধ্যমে তারা সাধারণতঃ ভাল খেলোয়াড়ে পরিণত হয়। অনুশীলনের দ্বারা অনেক কিছু সম্ভব কিন্তু ট্যালানট নয়। এই ট্যালানট আনতে গেলে প্রথমেই জোর দিতে হবে কোয়ানটিটির ওপর। এটি করতে হোলে ফুটবলের জন্য আরও উৎসাহ যোগাতে হবে। আরও বেশী ফুটবল চেতনা আনতে হবে। এ ব্যাপারে ক্রীড়া সংস্থাগুলির দায়িত্ব অপরিসীম। কিন্তু আমাদের মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ফুটবলে এ দায়িত্ব পালনে বিশেষ কিছু করতে পেরেছে বলে দাবি করতে পারে না। আজকে গ্রামীণ ফুলবল, ব্লক ফুটবল হচ্ছে; কিন্তু সেখান থেকে নতুন মুখ আসছে কই? এ ক্ষেত্রে গ্রামের সাথে শহরের যোগাযোগ ঘটাতে কর্মকর্তারা হয় ব্যর্থ হচ্ছেন, নয় উদ্যোগ নিচ্ছেন না। ফলে উৎসাহ তার নিজস্ব গণ্ডির পরিধি অতিক্রম করতে সক্ষম হচ্ছে না। অবশ্য ক্রীড়া সংস্থার ওপর সব দোষ

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চোরাই মাল উদ্ধার

সাগরদীঘি, ১০ সেপ্টেম্বর—সাগরদীঘি পুলিশ গতকাল বাজারের একটি মনোহারী দোকানে হানা দিয়ে এক পেটী চোরাই চা উদ্ধার ও আটক করে এবং দোকানদারকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ৭ তারিখ রাত্রে জাতীয় সড়কে এই থানার বোথারা ও ধুমারপাহাড়ের মধ্যে ট্রাক-কাটারের দল একটি ট্রাক কেটে দু' পেটী চা এবং আরো কিছু জিনিসপত্র চুরি করে। পুলিশ তল্লাসি চালিয়ে সাতজনকে গ্রেপ্তার করে। তারা সবাই ফরাক্কা, সুতী ও সাগরদীঘি থানা এলাকার দাগী ট্রাককাটার। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এক পেটী চা ও অন্যান্য জিনিস ও একটি পুকুর থেকে কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করে এবং আরো চারজনকে গ্রেপ্তার করে। এই সূত্রে আরো জানা যায়, ফরাক্কা ও সুতী পুলিশের তাড়া খেয়ে ওই এলাকার ট্রাককাটারের দল সাগরদীঘি থানার চন্দনবাটী গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে এবং এই এলাকার জাতীয় সড়কে লুঠ-তরাজ চালাচ্ছে।

গাড়ী আটক, গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ, ৮ সেপ্টেম্বর—উমরপুর মোড়ে হানা দিয়ে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ গতকাল একটি জীপগাড়ী ও একটি লরী আটক করে এবং মুখলেসুর রহমান নামে একজন দাগী আসামীকে ভৈরব-টোলা হত্যা ও লুঠতরাজ মামলায় গ্রেপ্তার করে। জানা যায়, জীপ-গাড়ীর উপযুক্ত নথীপত্র এবং লরীর অরিজিনাল ব্লু বুক না থাকায় গাড়ী-গুলি আটক করা হয়। ধৃত ব্যক্তিসহ আটক গাড়ী দুটি ছাড়াবার জন্য কিছু দালাল থানায় প্রভাব খাটাবার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে প্রকাশ। খবরটি পুলিশ সূত্রের। এ ছাড়াও ভৈরবটোলা হত্যা ও লুঠতরাজ মামলায় আরো এক-জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

লরি চাপা পড়ে মৃত্যু

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৫ সেপ্টেম্বর—গত বুধবার বেনিয়াগ্রামের কাছে জাতীয় সড়কে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরি-বহনের ডবলু জি টি ৭৫৩ নম্বর লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে ১২ বছর বয়সের একটি ছেলে মারা যায়। লরিটি ঐ দিনই রঘুনাথগঞ্জ থানায় আত্মসমর্পণ করে।

স্কুল ধসে পড়ছে

সাগরদীঘি, ১৩ সেপ্টেম্বর—এই ব্লকের জিনদীঘি হাইস্কুলটি ধসে পড়ছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। দরকারী টাকার অভাবে স্কুলটি সংস্কার করা যাচ্ছে না বলে জরাজীর্ণ দশা হয়েছে এবং বিভিন্ন অংশ ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। কয়েকদিন আগে পঞ্চম শ্রেণীর একজন ছাত্র জানালা চাপা পড়ে আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। অবিলম্বে সংস্কার না করলে বিদ্যালয়টির সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা এবং বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা আছে বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন।

শ্রেষ্ঠ তার্কিক

অরঙ্গাবাদ, ১২ সেপ্টেম্বর—দুঃখু-লাল নিবারণচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের পৃষ্ঠপোষকতায় দিবা ও প্রাতঃ বিভাগের সাধারণ সম্পাদক মুজিবর রহমান ও শক্তি বিশ্বাস আহূত 'মহা-বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ইংরেজী ঐচ্ছিক পাঠ্য বিষয় হওয়া উচিত' বিষয়ে তর্ক-সভায় শক্তি বিশ্বাস শ্রেষ্ঠ তার্কিক নির্বাচিত হন। অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় স্পীকার রূপে তর্কসভাটি পরিচালনা করেন।

জলে ডুবে মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর—সম্প্রতি স্থানীয় ষষ্ঠীতলা বাঁধা ঘাটের কাছে একটি ডোবায় ডুবে একজন উন্মাদ নিখোঁজ হয়। পরে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ রঘুনাথগঞ্জ অগ্নিফৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাবের বিংশতি-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গত ২ সেপ্টেম্বর সাঁতার ও রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৫ কিমি রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে বহরমপুরের দীনেশচন্দ্র মিত্র, রঘুনাথগঞ্জ অগ্নিফৌজ ক্লাবের সনাতন দাস ও ডায়মণ্ড ক্রিকেট ক্লাবের তাপস মুখার্জি। সাঁতার প্রতিযো-গিতায় পুরুষদের ১০০ মিটারে 'ক' বিভাগে প্রথম হন বহরমপুরের অনুপ প্রামাণিক, 'খ' বিভাগে ডি সি সি-র নিমাই দাস, মেয়েদের ১০০ মিটারে জঙ্গিপুর টাউন ক্লাবের নন্দিতা প্রামাণিক এবং পুরুষদের ৪০০ মিটারে 'ক' বিভাগে বহরমপুরের অনুপ প্রামাণিক।

কলেজে অবৈধ নিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ স্পনসড কলেজের নিয়ম অমান্য করে জঙ্গিপুর কলেজে হিসাব পরীক্ষার জন্য একজন 'বারসার' নিয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

জঙ্গিপুরের ফুটবল

(২য় পৃষ্ঠার পর)

চাপিয়ে দায়মুক্ত হবার প্রবণতা বাতুল-তার নামান্তর। এ দায় আমাদের সকলের—ক্রীড়ামোদী থেকে রাজ-নীতিক নেতা অবধি। আজ গভীর-ভাবে চিন্তা করতে হবে—পাড়ার রকে নদীর পারে, আড্ডা মারা ছেলেদের অভাব নেই। কিন্তু মাঠ তাদের আকর্ষণ করতে পারছে না কেন? শহরের ক্রীড়ামোদী বা অভিভাবকেরা পারছেন না খেলার পারিপার্শ্বিক পরি-বেশ গড়ে তুলতে। যদি তা পারতেন তবে জঙ্গিপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাঠকে কিছু টাকার বিনিময়ে সার্কাস পার্টিতে এভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে খেলার অযোগ্য করে দিতে পারতো না। ভাবতে কষ্ট হয়, এ মাঠ এমন এক দামী ও নামী বিদ্যালয়ের মাঠ যে বিদ্যালয় থেকে একাধিক খেলোয়ার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে জেলার এবং জেলার বাইরে। তাই বলছি, খেলার পারি-পার্শ্বিক পরিবেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় আমাদের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। যার ফল ভোগ করছি সাথে সাথে।

সব শেষে খেলার মানের কথাই আসা যাক। যুগের নিরীখে মানের বিচার হয়। যুগ নির্ভর করে প্রকরণ-গত পার্থক্যের উপর। টেকনিক এবং ট্যাকটিসের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে মান। তার সাথে যেটি অপরিহার্য তার নাম ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও দক্ষতা। প্রথাগত দুই ব্যাকের যুগ পার হয়ে তিন ব্যাক পুরনো হয়ে চার-ব্যাকের যুগে এসেও আধুনিক ফুটবলে আজও চলছে পরীক্ষা নিরীক্ষা। পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন পার হয়ে ফুটবল এখন নব্বই মিনিটের খেলা। খালি পা থেকে এসেছে বুটের যুগ। তাই পাল্টাচ্ছে তার ক্রীড়াপদ্ধতি, যার ঢেউ আমাদের এখানেও আসছে। আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মধ্যে তাকে রপ্ত করার চেষ্টা করছি। কিছু সফলতা যে আসছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই মানের দিক থেকে নেমে গেছি—একথা বলে আগামীদিনের খেলোয়াড়-দের নিরাশ করতে মন সাড়া দেয় না।

ফরাক্কা ব্লক কং(ই) কমিটি

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১২ সেপ্টেম্বর—সম্প্রতি ইন্দিরা কংগ্রেসের ফরাক্কা ব্লক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাহাদাৎ হোসেন সভাপতি এবং সোমেন পাণ্ডে ও আব্দুল কাদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ডাকবাংলো সংলগ্ন ভদ্র পল্লীতে বাসোপযোগী এক বিঘা জায়গা বিক্রী আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—জঙ্গিপুর সংবাদ কার্যালয়, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)।

ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর

স্থান পরিবর্ত্তন : রেডক্রশের পাশে

বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর

মুর্শিদাবাদ

হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী দ্রব্য বিক্রেতা।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি

সিনিয়র রুস্তম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)

সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর

ফোন : ধুলিয়ান—২১

শ্রীগুরু হোমিও হল

ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জ্জী, ডি, এম, এস

দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ

মুর্শিদাবাদ

সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

নেশার বাস সারভিস

(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

ডাঃ এস, এ, তালেব

ডি এম এস

পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।

হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

মোকাবিলায় প্রশাসন ও সেনাবাহিনী প্রস্তুত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দায়িত্ব এবারও লালবাগ মহকুমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে। ১৫ অথবা ১৮ সেপটেম্বর পর্যন্ত ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা আছে বলে সরকারী সূত্রে জানা গেছে। ইতিমধ্যে মিঠিপুর গ্রামটি প্লাবিত হয়েছে এবং জঙ্গিপুর পুরসভার ১০নং ওয়ারডের পাকা সড়ক বেয়ে পদ্মার জল ভাগীরথীতে পড়তে শুরু করেছে। নিমতিতায় একটি মাটির বাঁধ তৈরী করা হয়েছে এবং ফরাক্কা ও জঙ্গিপুর ব্যারেজের রিং বাঁধ, যেগুলি প্রথম দফার বন্যায় কেটে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, দ্বিতীয় দফার বন্যায় যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সম্মতিনগর, মিঠিপুর, আহিরণ, নিমতিতা ষ্টেশন, নূরপুর, ধুলিয়ান-ডাকবাংলো, অর্জ্জুনপুর ও বেনিয়াগ্রামে ৮টি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হচ্ছে। ত্রাণশিবিরের সংখ্যাও আগের বন্যার চেয়ে বাড়ানো হয়েছে।

ফরাক্কায় উজানে জলের স্তর এখন প্রায় ৭৯ মিটার এবং ভাটিতে প্রায় ৭৮ মিটার। গঙ্গায় জলবৃদ্ধির ফলে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় নতুন করে বন্যার হুঁশিয়ারী দেওয়ার পর ৭ সেপটেম্বর থেকে ফরাক্কায় প্রতি ২৪ ঘণ্টায় জল বেড়েছে এই হারে: ১'+৯"+৭"+৪" থেকে ৫"+৪" থেকে ৫"; এই হিসাব ১১ সেপটেম্বর পর্যন্ত। আসন্ন বিপদের মুখে ফরাক্কা বাঁধ কর্তৃপক্ষ সামান্য আশার কথা শুনিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, ১২ সেপ্টেম্বর জল বৃদ্ধির হার সামান্য কমেছে। তাঁদের ধারণা উত্তর প্রদেশ ও বিহারের উভয় তীরের বিস্তীর্ণ এলাকা ভাসিয়ে গঙ্গার জল যেভাবে নেমে আসছে, তাতে ফরাক্কা পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পৌঁছতে তার স্ফীতি অনেকটা কমে যাবার সম্ভাবনা আছে। তাঁদের এই অনুমান অভ্রান্ত হলে দুই জেলার মানুষ বন্যার দ্বিতীয় প্রকোপ থেকে বেঁচে যাবেন, অন্যথায় সকলকে দিশেহারা হয়ে পড়তে হবে। কারণ প্রথম বন্যার কোপ এখনও তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারেননি, বহু জায়গা থেকে বন্যার জল এখনও সরে যায়নি। নতুন করে প্লাবিত হয়েছে খড়বোনা, নূরপুর, নতুনবাজার, লালপুরসহ জঙ্গিপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা।

বন্যাত্রাণে সাহায্য ঃ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কংগ্রেস ধুলিয়ানে বন্যার্তদের মধ্যে প্রায় ৫০০ শাড়ী, ধুতি, শায়া ইত্যাদি বিলি করেছেন শহীদ নলিনী ভ্রাতৃ সঙ্ঘের মাধ্যমে। ধুলিয়ানের ব্যবসায়ীরাও লঙ্গরখানা খুলে অনেক বন্যার্তের আহারের সংস্থান করেছেন। লুথারান ওয়ার্লড সারভিস জেলার ৬১ হাজার বন্যার্তের মধ্যে সাড়ে ৪ হাজার কুঃ আটার চাপাটি, ৫০০ কুঃ আটা, দেড় হাজার কুঃ গুঁড়ো দুধ এবং ৬ হাজার মাছ বিলি করেছেন। দ্বিতীয় দফায় বন্যার আশঙ্কায় ত্রাণের মেয়াদ আরো বাড়ানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

বানে ভাসা ছেলে

সাগরদীঘি, ১৩ অকটোবর— আগষ্ট মাসে বানে যখন জঙ্গিপুর মহকুমা ভাসছিল তখন ৫/৬ বছরের রোগা বোবা লিকলিকে একটি ছেলে মোরগ্রাম ষ্টেশন বাজারে উপস্থিত হয়। তাকে একজনের হেফাজতে রাখা হয়েছে। আজ সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে পেতে হলে মোরগ্রাম ষ্টেশন অথবা জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়ে যোগাযোগের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ত্রাণ নিয়ে কারচুপি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এখনও কিছু লোক বাড়ী-ঘর খুইয়ে ত্রিপলের অভাবে খোলা আকাশের নীচে রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে দিন কাটাচ্ছে। শহরে অর্থাৎ পুর এলাকায় দোকানদারদের অনেক ত্রিপল দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে কিছু ত্রিপল ইতিমধ্যে নাকি ঘোড়াগাড়িওয়ালাদের কাছে বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে। আর দলবাজির দৃষ্টান্তস্বরূপ সামসেরগঞ্জ ব্লক কমিটি কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাদে সমস্ত প্রধানের জি আর তালিকা গ্রহণ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

সাব-রেজিষ্ট্রার ছুটিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কিনা—এই প্রশ্ন আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দাবি উঠেছে: অবিলম্বে একজন সাব-রেজিষ্ট্রার পাঠিয়ে কেস ফাইলের ব্যবস্থা করা হোক।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, সাগরদীঘিতে অফিসটি খোলার পর থেকে অধিকাংশ সময়ই এখানে সাব-রেজিষ্ট্রার থাকেন না। দুর্ভোগ পোহাতে হয় সাধারণ মানুষকে।

আয়েসার হত্যাকারী ধৃত

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১২ সেপ্টেম্বর— ফরাক্কা থানার সমরেশপুর গ্রামের আয়েসা খাতুনের হত্যাকারী কাকা হেফাজুদ্দিন সেখকে বিহারের হিরণপুর হাসপাতাল থেকে পাকড়াও করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ৩ সেপ্টেম্বর সে বোমা ছুঁড়ে ভাইঝি আয়েসা এবং এক বছর বয়সের আরো একটি মেয়েকে খুন করে পালিয়ে যায়। জানা যায়, বোমা ছোড়ার সময় সে নিজেও জখম হয় এবং হিরণপুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়। খবর পেয়ে ফরাক্কা পুলিশ গত সপ্তাহে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। এদিকে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশও একজন মহিলাসহ এই মামলার ৫ জন আসামীকে গতকাল রাত্রে গ্রেপ্তার করে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

১১/৩৬ মনিজারী

ডিঃ প্রদীপকুমার সিংহ দেং প্রসন্নবাম দাস দাবি ৩৫১১'৩৬ পঃ

১নং লাট থানা সুতী মৌজে ফরিদপুর ৩'১৩ শতকের কাত ১২৷৶৩ থং ২০৪ আঃ ১০০০৲ স্থিতিবান স্বত্ব।

২নং লাট মৌজাদি ঐ ১-৭৬ শতকের কাত ২৸৶০ থং ২১৯ আঃ ৭৫০৲ ঐ স্বত্ব।

৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৮১ শতকের কাত ২৷৷০ থং ২২৫ আঃ ২৫০৲ ঐ স্বত্ব।

৪নং লাট মৌজাদি ঐ ৫১ শতকের কাত ৪।৬ থং ২৩৩ আঃ ২০০৲ ঐ স্বত্ব।

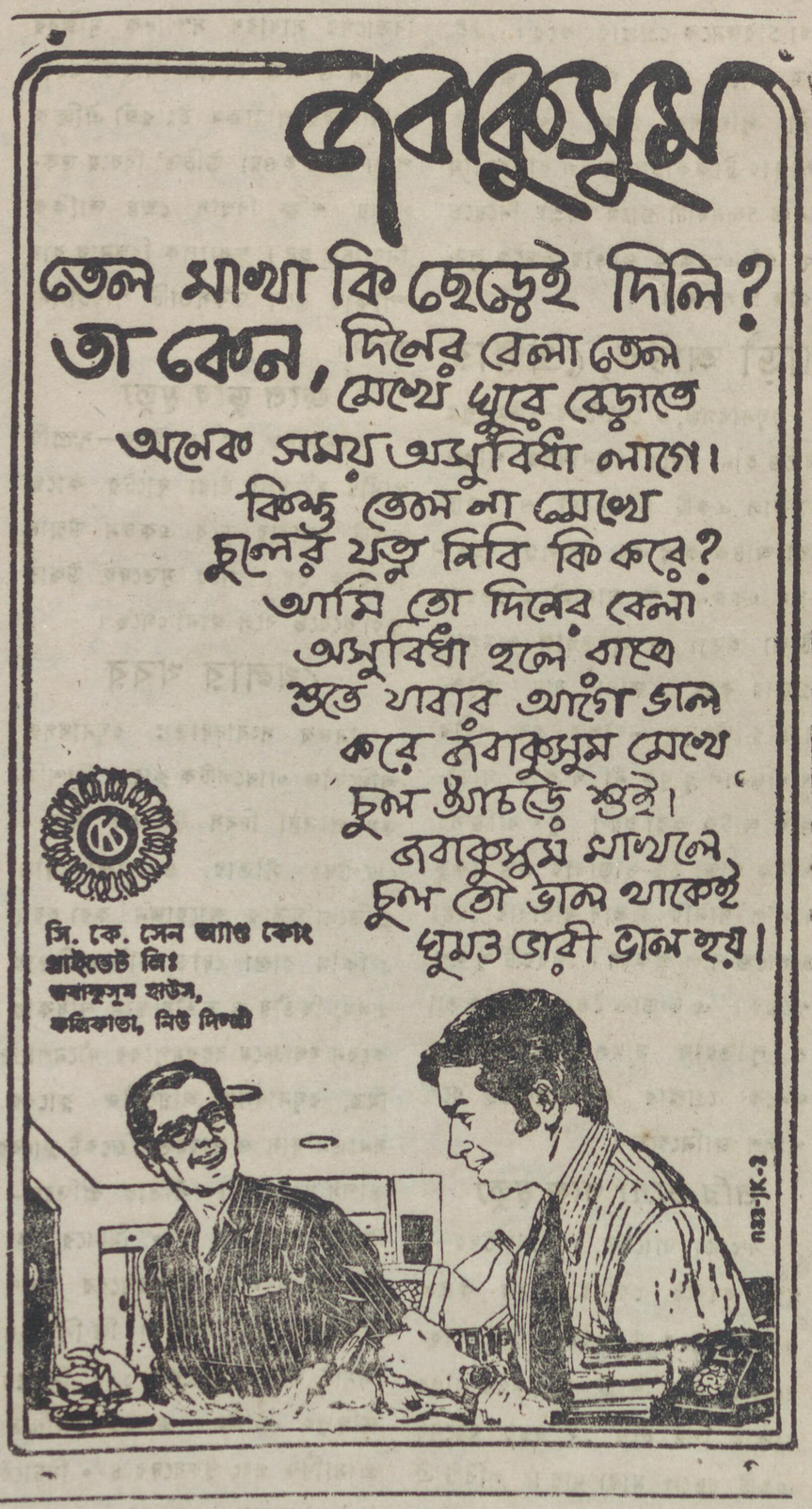

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।